যুগান্তর

তারিখ SEP 0 3 200[illegible]

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

বেহাল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অতি প্রয়োজনীয় উন্নয়নের কাজও হইতেছে না। দেশের ১৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দুই বৎসর পূর্বে ১৯৪ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রকল্পগুলি এখন পর্যন্ত অনুমোদিত না হওয়ায় উন্নয়ন কাজ থমকাইয়া পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার গুণগতমান ও যৌথ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আমব্রেলা প্রকল্প নামে পরিচিত এই প্রকল্পটি আমলাতন্ত্রের যাঁতাকলে পড়িয়া এখনও আলো মুখ দেখে নাই। কে জানে হয়তো সংশ্লিষ্ট ফাইলটি আদৌ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অথব আমলাদের কবল হইতে উহা মুক্ত করা যাইবে না। আশা করা হইতেছে, আগামী একনেক বৈঠকে প্রকল্পটির অনুমোদন লইয়া আলোচনা হইতে পারে। তাহা হইলে ব্যাপারটি দাঁড়াই এমন, দুই বৎসর ধরিয়া আমলাদের এক টেবিল হইতে অন্য টেবিলে পৌছিতে এবং উহার উপর যে ধুলার পলস্তারা পড়িয়াছে উহা দূর করিতে দুই বৎসর লাগিয়াছে। আমাদের আমলাদের যোগ্যতা, কাজের প্রতি আগ্রহ বলিতে যে আদৌ কিছু নাই, আমলাদের যে সত সত্যই আঠারো মাসে বৎসর হয় উহার সত্যতা নূতন করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তবে যতদূ মনে হয়, হাল আমলের আমলাদের বৎসর আঠারো মাসে হয় না, উহার চাইতেও কয়েক ম বেশি লাগে। যুগান্তরে বলা হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের প্রত্যাশা একনেকের আগামী বৈঠকেই আমব্রেলা প্রকল্পটি উত্থাপন করা হইবে। তিনি আশাবাদী হই আমরা তাহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। আমাদের নৈরাজ্যবাদের কারণটা অব ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। এ সম্পর্কে আমরা বলিতে চাই, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন সম্পর্কিত অতি প্রয়োজনীয় ফাইল যদি আমলাতন্ত্রের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া থাকিতে পারে তবে একনেকের অনুমোদন যে সহজে ও শিগগির হইবে এমনটা আশাবাদ পোষণ করা সত্যি কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন যেই সকল বিষয় সম্পর্কে উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উপ করিয়াছেন এবং যেই সকল প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন সেইগুলির মধ্যে রহিয়াছে লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি উন্নয়ন। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল বই-পুস্তক ও জার্নাল সংগ্রহ, উচ্চতর গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য অর্থ মঞ্জুর ক একই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য একাডেমিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সহি সঙ্গতিপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়নও মঞ্জুরি কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য। দেশের সামাজিক প্রয়োজন ও বিশ্ববাজারের চাহিদার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নূতন নূতন বিভাগ খোলা ও বিদ্যমান পাঠক্রম আধুনিকায়নের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তাহাদের উন্নয়ন প্রস্তাব পেশ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে উন্নয়ন করার প্রয়োজনীয়তা প্রকল্পে উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন দেশের উচ্চতম শিক্ষার মানের উ সাধনের জন্য বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে করণীয় প্রকল্পগুলিই গ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন যেই সকল প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছে সেইগুলি অবিলম্বে বাস্তবায়ন প্রয়োজন। অন্যথায় উচ্চশিক্ষার মানের অগ্রগতি কোনভাবেই সম্ভব হইবে না। অস্বীকার কর উপায় নাই যে, যথাযথ উন্নয়ন না করার ফলে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমাগত পিছনে হটিতে অন্যান্য দেশে শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইহা কেবল কাগজপত্রে নহে; বাস্তবেও।